ভোরের কাগজ

তারিখ ... 27 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ১

আজাদ চৌধুরীকে গুলি

ছাত্রলীগ নেতার দেওয়া জবানবন্দি নিয়ে নানামুখী বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি করার ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রলীগ নেতা আবু হানিফের আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়ে প্রশ্ন

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ছাত্রলীগ নেতার দেওয়া

● শেষের পাতার পর

উঠেছে। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে ছাত্রলীগের ওপর দোষ চাপানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে হানিফকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে জোরপূর্বক জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে বলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

আজাদ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি করার ১৫ দিনের মাথায় ছাত্রলীগ সূর্যসেন হল' ঢা.বি শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফকে গত শনিবার রমনা থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেয়।

এদিকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হানিফকে গ্রেপ্তার করে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছেন। ছাত্রলীগকে দেশবাসীর সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমিসহ দুজন অধ্যাপকের সহযোগিতায় আমার ওপর গুলিবর্ষণের যে কথা কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সংবাদের শুরুতে বলা হয়েছে তার কোনো সত্যতা নেই। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এরকম অসত্য বক্তব্য ইচ্ছা প্রণোদিতভাবে সংবাদের সূচনায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক আজাদ বলেন, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিদাতা হানিফ এবং অন্য কাউকে আমি চিনি না। সুতরাং আমাকে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমার চরিত্র হননের চেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক হানিফকে গ্রেপ্তার করে আজাদ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নির্যাতনের মাধ্যমে জোর পূর্বক আদায় করে নেওয়া হয়েছে। তারা বলেন, অধ্যাপক আজাদকে হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনায় প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের আগে ছাত্রলীগ নেতা হানিফকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্তের নামে চিঠি প্রদান করে ডেকে নিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।